R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

লোকাল পুলিশ, বিএসএফ, কাস্টমস প্রত্যেকের মদতে
বাংলাদেশে পাচার চলছে অবাধ গতিতে

বিশেষ প্রতিবেদক : বেশ কিছুদিন যাবৎ ধুলিয়ান, ফুলতলা ও বাসুদেবপুর ঘাট দিয়ে প্রতিদিন ব্যাপকভাবে চাল, আলু, হলুদ ও গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। পুলিশ ও শুল্ক দপ্তরের পাশাপাশি সীমান্ত রক্ষীদের প্রত্যক্ষ মদতে চলছে এই কারবার। বেআইনীভাবে প্রতিদিন কমপক্ষে ৭০ টন চাল বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে ফলে এতদ এলাকায় ৭ টাকা কেজির চালের দাম তিন থেকে চার টাকা বেড়ে গেছে। আলুর দাম সাড়ে পাঁচ ছয়ে দাঁড়িয়েছে। চাল, আলু ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা চরমে। বেপরোয়া চাল ও আলু পাচারের ফলে স্থানীয় হাট বাজারে কৃত্রিম অভাব দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় কয়েকজন ব্যবসায়ীর মদতে পাচারকারীদের (৩য় পৃষ্ঠায়)

শহরের বিভিন্ন এলাকায় আবার সাট্টা চালু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাট্টার ব্যবসা রঘুনাথগঞ্জ শহরে অতি গোপনে আবার শুরু হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়—Govt. of Monipur Dragaon নামে দিনে সাতবার খেলা ও তার ফলাফল দিচ্ছে। টিকিটের মূল্য ১০ টাকা। দিনে চারবার খেলা ও ফলাফল। খেলার ফলাফল ঘোষণা হয় যথাক্রমে বেলা ১১ টায়, ১২ টায়, বিকাল ৩ টায় এবং ৪ টায়। যদি শেষ এক অংক মিলে যায়, তবে পুরস্কার ৮৫ টাকা। ১১ টাকা, টিকিটের খেলা হয় সকাল ১০ টায়, পুরস্কার মূল্য শেষ এক অক্ষর মিলে গেলে ১০০ টাকা। ২৫ টাকার টিকিটের খেলা হয় সন্ধ্যা ৫-৩০ মিনিটে। পুরস্কার মূল্য শেষ এক অংকে ২২৫ টাকা। ৫৫ টাকার টিকিটের খেলা হয় সন্ধ্যা ৬ টায়, পুরস্কার মূল্য শেষ এক অংক মিলে গেলে ৫০০ শত টাকা। ছয় অংক বিশিষ্ট নাম্বারের খেলায় শেষের এক অংক মিললে প্রাইজ। এই সর্বনাশা খেলার শিকার যুবক, মধ্য বয়স্ক, বৃদ্ধ অবধি। প্রশাসনের তৎপরতার (৩ পৃষ্ঠায়)

কর্মী ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে সিটুর বিক্ষোভ সমাবেশ আদৌ হয়নি

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় পতাকা বিড়িতে সম্প্রতি যে ছ' জন কর্মী ছাঁটাই হয়, তার প্রতিবাদে স্থানীয় সিটু সংগঠন গত ২৬ মার্চ কোম্পানীর মেন গেটের সামনে সারাদিনব্যাপী বিক্ষোভ ও অবস্থানের ডাক দেয়। এই সমাবেশে সিটুর জেলা নেতা তুষার দে, সাংসদ আবুল হাসনাৎ খাঁন উপস্থিত থাকবেন বলে মহকুমা নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য আমাদের প্রতিনিধিকে জানান। কিন্তু সেদিন ঐ বিক্ষোভ সমাবেশ আদৌ হয়নি। অন্যদিকে পতাকা বিড়ি কর্তৃপক্ষ শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় ছ' জন কর্মী ও অরঙ্গাবাদের সিটু ইউনিয়নের সেক্রেটারী গোফুর সেখ, মেরাজ সেখ, আমিরুল সেখ, মেরাজ সেখ (২), শামশুল সেখ, নাজামুল সেখ ও আনিকুল সেখ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে ১৯ মার্চ জঙ্গিপুর মহকুমা কোর্টে অভিযোগ আনলে কোর্ট পতাকা বিড়ি ফাক্টরী চত্বরে ১৪৪ ধারা জারীর নির্দেশ দেন। বিক্ষোভ সমাবেশ বন্ধ রাখার ব্যাপারে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে প্রশ্ন করলে উনি বলেন—ছাঁটাই করা দু' জন স্থায়ী (৩য় পৃষ্ঠায়)

নৌকাডুবিতে মৃতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ এল ২৭ লক্ষ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বছরে ২২ অক্টোবর সুতী থানার অমুহাঘাটে মর্মান্তিক নৌকা-ডুবিতে যে ৫৪ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁদের পরিবারকে মাথাপিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রকের সুপারিশে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এ অর্থ (শেষ পৃষ্ঠায়)

কলেজে বিষয় থাকলেও অধ্যাপক থাকবে না

জঙ্গিপুর : স্থানীয় কলেজে চলতি মাস থেকে সংস্কৃতের কোন অধ্যাপক থাকছেন না। তবে বিষয়টি থেকে যাচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর, গত মার্চ মাসেই কলেজের সংস্কৃতের একমাত্র অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ঠাকুর বোলপুর কলেজে চলে গেছেন, পরিবর্তে এখনও কোন অধ্যাপক আসার কথা নাই। এছাড়া জঙ্গিপুর কলেজেরই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ও গত মাসের শেষ দিকে কলকাতার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুতের হাল ফেরাতে বেহাল বিদ্যুৎ দপ্তর

বিশেষ প্রতিনিধি : সম্প্রতি এলাকাভিত্তিক লোডশেডিং ও অস্বাভাবিক লোভোল্টেজের কারণে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের বেহাল অবস্থাকে সামাল দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরও হিমশিম খাচ্ছে। অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান অঞ্চলে বিদ্যুৎ থাকাটাই অস্বাভাবিক ঘটনা হয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ স্বাগত ১৪০৫ ॥

শুভ নববর্ষ। ১৪০৪ বঙ্গাব্দ গত। শুরু হইল ১৪০৫ এর পথপরিক্রমা। কালের প্রবাহে নববর্ষাত্রা বলিয়া কিছু নাই; আছে শুধু 'চরৈবেতি'—আগাইয়া চল।

বিভিন্ন দেশে নূতন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরম্ভ হয়। ইংরাজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী নববর্ষের সূচনা। বাংলা মতে ১লা বৈশাখ। শকাব্দ, হিজরী অব্দ প্রভৃতির নির্দিষ্ট পৃথক সময় রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হিসাব-নিকাশ নূতন করিয়া শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা বকেয়া পাওনা এইদিন পাইয়া থাকেন। পুরাতন হিসাব শোধ হইয়া যায় এবং চলতি বৎসরের কাজ আরম্ভ হয়। তাই ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের খরিদ্দারদিগকে এই দিন নিজ নিজ দোকানে আমন্ত্রণ জানান। লেনদেন অন্তে মিষ্টিমুখ করান হয়। পূর্বে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তরিকতাপূর্ণ প্রীতি বিনিময় হইত। এখনও সেই রেওয়াজ আছে; তবে ইহার আদল কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এখন কাগজের বাক্সে আপ্যায়নের বস্তু প্রস্তুত থাকে। খাদ্যবস্তু আর পাতায় পরিবেশন করা হয় না। একই ব্যক্তি ৩/৪টি স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন; কিন্তু খাওয়া সম্ভব হয় না। সেই হিসাবে কাগজের বাক্সবন্দী মিষ্টান্নাদি দেওয়া-নেওয়ায় অনেক সুবিধা আছে। অবশ্য ইহাতে কিছুটা যান্ত্রিকভাব যেন পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ীদের এই অনুষ্ঠানকে 'হালখাতা' বলা হয়। শুধু ১লা বৈশাখই নয়, রামনবমী, অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেও অনেকে হালখাতা করিয়া থাকেন। তবে ১লা বৈশাখের প্রীতি-সম্মিলন এখনও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চলিতেছে।

পুরাতন বৎসরের পরিক্রমা দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানা ঘটনায় চিহ্নিত হইয়া আছে। যাহা কাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা মিলে নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কাম্য ছিল না। নৈসর্গিক বিপর্যয়, মানুষের তৈয়ারী বিপর্যয় বহুজনকে জেরবার করিয়া দিয়াছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প আধিদৈবিক কষ্টে মানুষ যে কতখানি অসহায়, তাহা বুঝা যায়। আবার বিভিন্ন পথ-দুর্ঘটনা অনেক প্রাণবলির কারণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্ত-বিপন্ন মানুষ ত্রাণ সাহায্য পাইতে রাজনীতির শিকার অনেক সময় হইয়া পড়েন। ট্রেনে, বাসে, দোকানে, ব্যাঙ্কে, বাড়ীতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব-ডাকাতি-লুটতরাজ জীবনকে লইয়া গেণ্ডুয়া খেলা করিতেছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইলেও শাসককুল এবং তাহার পার্শ্বচরদের প্রচার-দাপটে অন্য রূপ লইতেছে।

বিগত বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের পতন হওয়ার পর নূতনভাবে পুনরায় লোকসভার নির্বাচন হইয়াছে। বর্তমানেও কেন্দ্রে জোটের সরকার গঠিত হইয়াছে। এই সরকার যে কতদিন স্থায়ী হইবে, কিছু বলা যায় না। কেন্দ্রে সরকারের অনিশ্চয়তায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে মূল্য দিতে হইবে। দেশের মধ্যে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রহিয়াছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়?

এই সমস্ত বিভিন্ন উপসর্গ জনজীবনকে দিন দিন পঙ্গু করিতেছে। ইহার নিরসন একান্ত কাম্য। শুভ নববর্ষের সূচনাদিবসে আমাদের প্রত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ হউক—এই কামনা করিতেছি। নববর্ষকে স্বাগত জানাইতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রসঙ্গঃ কেমিস্ট্রি অনার্স

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের ১১ মার্চ সংখ্যায় 'কেমিস্ট্রি অনার্স সবাই ছেড়ে দিল' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবাদ পরিবেশনের জন্য পত্রিকার সম্পাদক মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে জঙ্গিপুর কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন অধ্যাপক হিসাবে সবিনয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন করি।

রসায়ন বিভাগে বর্তমান যে পরিকাঠামো, সেটা অনার্স পড়াবার জন্য যথেষ্ট নয়—এটা সকলেই জানেন। এক সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ যখন তড়িঘড়ি পরিদর্শনের কাজ শেষ করতে আসেন, তখন বিভাগের পক্ষ থেকে উপস্থিত নিবদীরঞ্জন বিশ্বাস এবং আমি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর বারবার জোর দিই। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তীও একমত হয়ে সেদিন উপস্থিত 'ইন্সপেক্টর অব কলেজেস'কে অনুরোধ করেন এবং অধিক অনুদানের জন্য চাপ দেন। কেমিস্ট্রী অনার্সে আবশ্যিক ফিজিক্যাল প্র্যাকটিক্যালের জন্য অবিলম্বে একটি ল্যাবরেটরি ও প্রচুর যন্ত্রপাতি প্রয়োজন আনুমানিক খরচ দুই লক্ষাধিক টাকা। কলেজে কোন বিষয়ে অনার্স খোলা আনন্দের, গর্বেরও। ছাত্রছাত্রীদের দূরে যেতে হয় না। শিক্ষকগণও স্বাভাবিক কারণেই অনার্স পড়িয়ে বাড়তি তৃপ্তি পেয়ে থাকেন। আমরা তাই অতি উৎসাহে শর্তাধীনে অনার্স খুলতে রাজি হয়ে যাই। শর্তানুসারে ইন্সপেক্টর অব কলেজেস কথা দেন, এক বছরের মধ্যে এক লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হবে কেমিস্ট্রির জন্যে।

আসলে ৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কলেজে কলেজে (সম্ভবতঃ বাহাদুরি দেখাবার জন্যই) বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স খুলে দেবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, কলেজে ব্যবস্থা থাক আর নাই থাক। তারপর দু'বছর কেটে গেছে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং নিয়মিত তদ্বির সত্ত্বেও ঐ ল্যাবরেটরির জন্য প্রতিশ্রুতি এক লক্ষ টাকা আসেনি। পূর্বে শুধুমাত্র পাশ কোর্সের জন্যই আমাদের বিভাগে আটজন অধ্যাপক ছিলেন। একজন (হরিগোপাল মিত্রমুস্তাফি) অন্য কলেজে চলে যান, দুজন (৺তারাশঙ্কর পাঁজা এবং ৺স্বপন মুখার্জী) অকালে প্রয়াত হন। সেই পদগুলি শিক্ষা অধিকর্তা আর পূরণ করেননি। অনুরূপ বিভাগ পদার্থবিদ্যায় এখনও আটজন অধ্যাপক আছেন। অথচ ৩/৪ বছর হয়ে গেল কেমিস্ট্রিতে মাত্র পাঁচজন। বি-এস-সি (পাশ কোর্স) এবং হায়ার সেকেণ্ডারির ওপর আবার চাপল অনার্স। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দুবছরের বদলে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু হচ্ছে। পাশ কোর্সের ক্লাশ আরো বেড়ে যাবে, এবং স্বাভাবিক কারণেই অনার্সের ছাত্রছাত্রীরা আরো বেশী 'সাফার' করবে। উপযুক্ত ল্যাবরেটরি, নতুন ক্লাসরুম এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা না করে অতি উৎসাহে আমরা কেমিস্ট্রীতে অনার্স খুলতে রাজি হয়ে উচ্চাশী ছাত্রদের ক্ষতিই করে ফেলেছি মনে হয়। এখন আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল

১৯-৩-৯৮ মির্জাপুর (গনকর), মুর্শিদাবাদ

চুরি যাওয়া গরু ফেরত দিয়ে গেল

সাগরদীঘিঃ এই ব্লকের বহু গ্রামে ব্যাপক-হারে গরু চুরির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি বালিয়া গ্রামের ঘোষদের বাড়ী থেকে কিছু গরু চুরি হয়। প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা স্থানীয় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা বিকাশ মৈত্রর নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করে বাংলাদেশে গরু ও চাল পাচার বন্ধ করে দেয়। পাচার কাজে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুললেও স্থানীয় থানার কোন সহায়তা পান না বলে গ্রাম-বাসীরা অভিযোগ করেন। ব্যাপক গণপ্রতি-রোধের চাপে ঘটনার পরদিন ভাগীরথীর চর থেকে চুরি যাওয়া গরু ঘোষেরা উদ্ধার করে।

আবার বধূ হত্যা

জঙ্গিপুর : গত ১ এপ্রিল রাতে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ত্রিমোহিনী গ্রামের কৃষ্ণ মণ্ডলের স্ত্রী রেখাকে হত্যা করে ঐ গ্রামের চরে দাহ করে আধপোড়া অবস্থায় গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা —রেখার কাকা সুতী থানার সৈয়দপুরের তপেশ মণ্ডল রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। তিনি জানান—স্বামীর বাইরে কাজ করার সুযোগ নিয়ে রেখার শাশুড়ী, দেওর তাকে প্রায় মারধোর করত। চার সন্তানের জননী রেখা শ্বশুর বাড়ীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মাঝে মধ্যে বাপের বাড়ী পালিয়ে আসত। ঘটনার দিন রাতে অস্বাভাবিক মারধোরের ফলে রেখা মারা গেলে শাশুড়ী মালতী মণ্ডল, দেওর নিশিন্দর ও খুড় শ্বশুর ভক্তি মণ্ডল রেখার মৃতদেহ ত্রিমোহিনীর চরে এনে দাহ করার নামে আধপোড়া অবস্থায় গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। পুলিশ ৫ এপ্রিল রেখার ত্রেয়োদ্রি শ্রাদ্ধের অ সর থেকে তার শাশুড়ী ও খুড় শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

লোকাল পুলিশ, বি এস এফ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পোয়াবারো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৯ এপ্রিল রাতে কাঞ্চনতলা স্কুল ঘাটে বাংলাদেশে মাল পাচার নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে মাঝ গঙ্গায় প্রচণ্ড বোমা যুদ্ধ শহরের মানুষকে বিচলিত করলেও লোকাল পুলিশ, কাসটমস বা বি এস এফ চুপচাপ থাকে। এই প্রসঙ্গে আরোও জানা যায়—সন্ধ্যের পর নিয়মিত লোডসেডিং করে ২/৩ ঘন্টার জন্য ঐ অঞ্চল 'খাড়া লাইন' প্রথায় পাচারকারীদের দখলে চলে যায়। এদিক থেকে চাল, গরু, আলু আর ওদিক থেকে ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র আসা যাওয়া সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবার সাট্টা চালু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

এই খেলা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে এই খেলার খপ্পরে পড়ে শেষ হয়ে যাবে অনেক সাধারণ পরিবার। উল্লেখ্য, মাঝে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ হানা দিয়ে সদরঘাট, হাসপাতাল এলাকা ও ফুলতলা থেকে বেশ কয়েকজনকে সাট্টা খেলার অপরাধে গ্রেপ্তার করে।

উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্রের একই নম্বরের চল্লিশটি সীট

জঙ্গিপুর : গত ৭ এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা পরীক্ষার দিন দ্বিতীয়ার্ধে জঙ্গিপুর কলেজ সেন্টারে একই নম্বরের চল্লিশটি লুজ সীট পাওয়া যায়। সীটগুলি যথারীতি বিতরণ করা হয় এবং পরীক্ষার্থীরা তাতে উত্তর লিখে জমা দেন। যে নাম্বারটি ভুল ক্রমে বারংবার চল্লিশটি সীটে পড়েছে সেটা হ'ল ৮৭৭৭।

বিক্ষোভ সমাবেশ অদ্যো হয়নি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মীকে কর্তৃপক্ষ পুনর্নিয়োগ করায় এবং বাকীদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রতিশ্রুতি দিলে ২৬ মার্চ বিক্ষোভ অবস্থান বন্ধ থাকে। এই প্রসঙ্গে আমাদের অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতা জানান—সিটুর পূর্বঘোষিত আন্দোলন হঠাৎ চুপেচাপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঐ অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা এনেছে এবং ওদের মধ্যে নানা ধরনের গুঞ্জন উঠেছে যেটা সিটু সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকারক।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ

১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হইবার জন্য এ্যাডমিশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসর শিশুদের নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে ভর্তি করা হয়। কেজি হতে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে হলে এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের স্থান :

১। জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

২। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (পুরাতন ভবন)

সময় : সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত

ডি, এস, নাথ (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

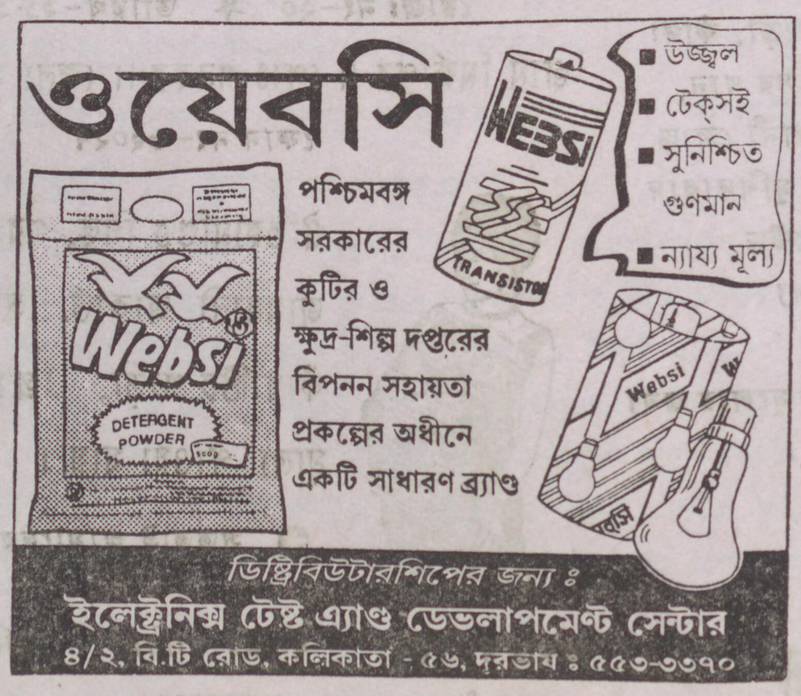

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

সবর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্রী চাই

প্রখ্যাত কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থার গেজেটেড অফিসার (১২০০০), কর্মরত, ৪২, ৫'৪½", ডিভোর্সী, নিজবাড়ী, দাবিহীন পাত্রের তেত্রিশোর্দ্ধ শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীই বিবেচ্য। রেজিষ্ট্রি বিবাহ। অবশ্যই রঙীন ফটোসহ বিস্তারিত লিখুন। অমরেন্দ্রনাথ রায়,
সাহেববাজার, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জে রবীন্দ্রপল্লীতে ৩ কাঠা জমির উপর ৪টি ঘরবিশিষ্ট একটি পাকা একতলা বাড়ি বিক্রয় আছে। ইলেকট্রিক টিউবওয়েল বাথরুম পায়খানাসহ এই বাড়ীর জন্য ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায়
সার্বজনীনতলা, রঘুনাথগঞ্জ

বেহাল বিদ্যুৎ দপ্তর (১ম পৃষ্ঠার পর)

দাঁড়িয়েছে। ঐসব এলাকায় সন্ধ্যে থেকেই জেনারেটারের বিষাক্ত ধোঁয়ায় চোখমুখ জ্বালা করছে। এর মধ্যে খরার মরশুম চলে আসায় জমিতে জলের জোগানের জন্য পাম্পও চলছে। তবে উমরপুরের ১৩২ কেভি সাবস্টেশন বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের বহু এলাকা ছাড়াও বীরভূমের মুরারই, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া প্রভৃতি এলাকাতেও উমরপুর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। অন্যদিকে গ্রামগঞ্জে বিদ্যুতের তার ও এঙ্গেল চুরির জন্য টাওয়ারের অবস্থাও সঙ্গীন বলে বিদ্যুৎ দপ্তর জানান। শহরের ট্রান্সফরমারগুলি পুরনো ও প্রায় অকেজো। তাতে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ট্রান্সফরমার সে লোড নিতে পারছে না। ফলে যখন তখন বিপর্যস্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। তাই বিদ্যুৎ বিভাগের দাবী এখনও যদি এই ভেঙ্গে পড়া বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তবে পুলিশ, প্রশাসন ও সর্বাগ্রে জনসাধারণের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন।

অধ্যাপক থাকবে না (১ম পৃষ্ঠার পর)

খিদিরপুর কলেজে যোগ দিয়েছেন বলে জানা যায়। কলেজে বাংলা অনার্স কোর্স থাকায় ঐ বিভাগে পাঁচজন অধ্যাপক থাকার কথা থাকলেও শক্তিবাবু চলে যাওয়ায় থাকল মাত্র দু'জন। ফলতঃ কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়। অন্যদিকে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটিয়ে কলেজের কিছু অধ্যাপকের নির্বাচন কার্য পরিচালনা থেকে অব্যাহতির খবর মিলেছে কলেজেরই একশ্রেণীর অধ্যাপকদের কাছ থেকে। তাঁদের অভিযোগ অধ্যাপক সুস্নাত দাস কলিকাতায় ও উষারঞ্জন পাল বীরভূমে বিশেষ রাজনৈতিক দলের এজেন্ট হয়ে নির্বাচনে কাজ করেন ও সরকারী কাজ থেকে অব্যাহতি পান। তাঁরা প্রত্যেক নির্বাচনেই এরূপ করে থাকেন বলে অভিযোগ। এছাড়া অধ্যাপক বিমলেন্দু দে একই অজুহাতে নির্বাচন কার্যে কোনদিনই অংশগ্রহণ করেননি বলে খবর। এমনকি কলেজে ক্লাসেও তিনি খুব কম হাজির থাকেন। এবছর অধ্যাপক অভীক সান্যাল ভোট গ্রহণকার্যে অংশগ্রহণ করলেও গত '৯৬ এর নির্বাচনে কোন কারণ না দর্শিয়ে সরকারী কাজে অবহেলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা চলছে বলেও জানা যায়।

ক্ষতিপূরণ বাবদ এল ২৭ লক্ষ টাকা (১ম পৃষ্ঠার পর)

বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালের নির্দেশে এই মর্মে ২৭ লক্ষ টাকার একটি চেক রাজ্য সরকারের ত্রাণদপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের মাধ্যমে লোকাইপুর, উমরাপুর, সরলা গ্রামের হতভাগ্য পরিবারের লোকেদের এই অর্থ পৌঁছে দেওয়ার কথা। এ সংবাদ প্রকাশ পর্যন্ত সে টাকা বিলি হয়নি। এ প্রসঙ্গে মহকুমাশাসক মণীষ রায় জানিয়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের অর্থ বিলির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— **ডাঃ সাহা**

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং— ৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	ধনঞ্জয় কাদিয়া	অচিন্ত্য মনিয়া
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।